তপন সিংহের
এখনই

প্রথম প্রহর

চিত্রনাট্য, গীতরচনা, সংগীত ও পরিচালনা

তপন সিংহ

প্রযোজনা

আর. এল. মালহোত্রা ও

রাজা কাপুর

কে. এল. কাপুর ফিল্মস-এর

নিবেদন

কাহিনী

রমাপদ চৌধুরী

চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখার্জী
সম্পাদনা : সুবোধ রায়
শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু
শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী ও অনিল দাশগুপ্ত
কর্মসচিব : রতন চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপনা : শান্তিশেখর চৌধুরী
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
সাজসজ্জা : যতীন কুণ্ডু, বিশ্বনাথ দাস, সিনে ড্রেস
সংগীতানুলেখন ও শব্দ পূনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী
পরিস্ফুটন :
ইউনাইটেড সিনে লেবরেটরিজ
তত্ত্বাবধান : শৈলেন ঘোষাল
অন্তদৃশ্য গ্রহণ : ষ্টুডিও সাপ্লাই
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ও
টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও (প্রাঃ) লিঃ

শব্দযন্ত্র : আর. সি. এ.
দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত
স্থিরচিত্র : পরিমল চৌধুরী
পরিচয় লিখন : নিতাই বসু
প্রচার পরিকল্পনা : বিদ্যুত চক্রবর্তী
আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, শম্ভু ব্যানার্জী, হরিপদ হাইত, নিতাই-শীল, শৈলেন দত্ত, জ্ঞানিধি ল্যাঙ্কা, জগু সিং

সহকারী :

পরিচালনা : বলাই সেন, বিবেক বক্সী, অমিতাভ দাশগুপ্ত
আলোক চিত্র : ঝিন্টু দত্ত, বীরেন-মুখার্জী, শান্তি গুহ
সম্পাদনা : নিমাই রায়
শিল্প নির্দেশনা : সূর্য চ্যাটার্জী
শব্দগ্রহণ : সৌমেন চ্যাটার্জী, রথীন ঘোষ, বাবাজী শ্যামল, বীরেন নস্কর
ব্যবস্থাপনা : গৌর দাস, বনমালী পাণ্ডে, তোপ বাহাদুর
রূপসজ্জা : পাঁচু দাস, সুভাষ সেন

সংগীতানুলেখন ও শব্দ পূনর্যোজন :
বলরাম বারুই

সংগীত পরিচালনা : অলোকনাথ দে

কণ্ঠ সংগীত : মৃণাল মুখার্জী

ব্রজতরঙ্গ : ব্রজেন সেন

রূপায়ণে :

অপর্ণা সেন, মৌসুমী চ্যাটার্জী, জুঁই ব্যানার্জী, অনুভা ঘোষ।

স্বরূপ দত্ত, মৃণাল মুখার্জী, ভাস্কর চৌধুরী, শম্ভু ভট্টাচার্য, দিলীপ বসু (এ), চিন্ময় রায়।

রুনু মিত্র, পদ্মা দেবী, গীতা দে, শিউলী মুখার্জী, মিস্ যুডি, মিস্ মেরী, প্রনোতী ঘোষ, জয়া ঘোষ।

নির্মল ঘোষ, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কুমার রায়, কল্যাণ ট্যাচার্জী, এন. বিশ্বনাথন, পিলাশ দাস, মঃ হবসন, বঙ্কিম ঘোষ, শিবশংকর ব্যানার্জী সলিল দত্ত, রসরাজ চক্রবর্তী, অলোক রায়চৌধুরী, খগেশ চক্রবর্তী, মনোজিৎ লাহিড়ী, বাবু ভট্টাচার্য, ননী গাঙ্গুলী, অজয় ব্যানার্জী, ভবতোষ ব্যানার্জী, উমানাথ ভট্টাচার্য, সতু মজুমদার, সুশীল দাস, সমীর টিকারী, নীহার চক্রবর্তী, দেবু রায়চৌধুরী, শান্তিময় ব্যানার্জী, সুপ্রিয় ঘোষাল, নিতাই ঘোষ, সুভব্রত গুপ্ত, শৈলেন গাংগুলী, রবীন গাংগুলী, সুনীতি রিত।

অতিথি শিল্পী

নির্মল কুমার, শুভেন্দু চ্যাটার্জী

বিশ্ব পরিবেশনা :

কে. এল. কাপুর ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কাহিনী

এখনকার কলেজে পড়া তরুণ-তরুণীদের নিয়ে—"এখনই"। অরুণ, টিকলু, সুজিত, বিমান, শন্তু, নন্দিনী, রুনু আর উর্মির মধ্যে যার অতি বাস্তব চেহারা দেখা যায়।

আর আছে কফি হাউস ইন্‌টেলেকচুয়াল—অমল; যার সব কিছুতেই অতি বুদ্ধির প্রলেপ। সাজপোষাকে যে হতে চায় অভিনব—কাজে কর্মে হতে চায় সাধারণের চেয়ে একটু আলাদা। তবে তার অসাধারাণত্ব সম্পর্কে সকলেরই যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

উর্মি—বিত্তশালী বিধবার একমাত্র মেয়ে; স্বভাবতঃই আর পাঁচজন মেয়েদের চেয়ে একটু আলাদা। তাই অরুণ, টিকলু, সুজিতরা ওকে ঠিক বোঝে না। কিন্তু উর্মি ওদের বেশ বুঝতে পারে। ওরা সবাই উর্মির অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই অন্তরঙ্গতা এতই দ্বিধাহীন যে তা **"তুই"** এর পর্যায়ে নেমে আসতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। কারণ উর্মির ধারণা সব ছেলেরাই "আপনি" দিয়ে আলাপ আরম্ভ করে পরে "তুমি" তে শেষ করতে চায়। উর্মি তাতে রাজী নয়। আর তাছাড়া "তুমি" তার একজন আছে। সে একান্তই তার। সে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর উচ্চমানের ছাত্র। নাম—অয়ন। অরুণরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা প্রাক্তন ছাত্র অতীনদার কাছে

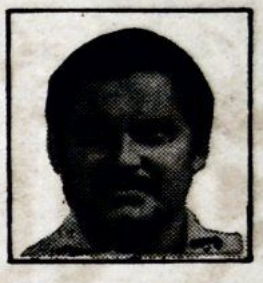

প্রায়ই পড়তে যায়। কিন্তু অতীনদাকে ওরা ঠিক বুঝতে পারে না। ধনীপুত্র অতীনদার ঐভাবে পোড়ো ঘরে একা স্তূপীকৃত বইপত্রের মধ্যে পড়ে থাকাটা ওদের কাছে কেমন যেন হেঁয়ালী বলে মনে হয়। অতীনদার কথা-বার্তাও ওদের আরও অবাক করে। অতীনদার মতে ঠিকমত পড়াশোনা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হয়তো পাওয়া যায়—কিন্তু তারপর ?

অরুণ, টিকলু, সুজিত, বিমান, শম্ভু—ওরা বুঝতে পারে না। এরপর আসে পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ঘন ঘন বোমা-বিস্ফোরণ, নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হয়। পাশ করে সবাই।

কলেজ জীবনের রঙীন স্বপ্নজাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। অরুণ, টিকলু, সুজিত, বিমান, শম্ভু, নন্দিনী আর উর্মি সবাই একে একে নিক্ষিপ্ত হয় বাস্তব জীবনের কঠোর নির্যাতন, নিপীড়ণ আর মমতাহীনতার মধ্যে।

শুরু হয় ওদের আরেক জীবন। ওদের পরীক্ষা পর্বের আগের জীবনী শক্তির উজ্জ্বলতা, উচ্ছ্বাস—নিষ্ঠুর বাস্তবের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ম্লান হয়ে পরে। ওদের মনে হয়—ওরা বনের গাছপালার মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সবাই কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ কারুর কথা বুঝতে চাইছে না। কতগুলো অর্থহীন শব্দ শুধু একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে মরছে।

প্রাণ ওদের হাঁপিয়ে ওঠে। ওরা পথ খোঁজে। শেষে বুঝতে পারে—ওদের যাত্রা আছে – তীর্থ নেই। পথ আছে—গন্তব্য নেই। ওরা নামহীন, গোত্রহীন, পরিচয়হীন এক যুগের যাত্রী। চলেছে উদ্দেশ্যবিহীন—গন্তব্যবিহীন এক যাত্রাপথে।

গান

॥ ১ ॥

রাত কেন তন্দ্রা হারা
মন কেন উদাস করা
গলা কেন ধরা ধরা
জানি জানি করে আমি জানিনে
কিছু বুঝিনে হায়—রাত কেন তন্দ্রা হারা
চোখের খেলা শুরু হ'ল
কান্না হাসির ঝিলিক এল
নোঙর আমার খুলে গেল
পালে আমার হাওয়া এল
কিসে এল—কিসে গেল—কিসে হ'ল
জানি জানি করে আমি জানিনে
ও গুরু গুরু গুরু গুরু ডাকে
ও দুরু দুরু দুরু দুরু বুকে
ও শন্ শন্ শন্ শন্ হাওয়া
ও হারালো হারালো বলে চাওয়া
চাওয়া চাওয়া চাওয়া—পাওয়া পাওয়া পাওয়া
চাওয়া পাওয়া, পাওয়া চাওয়া
জানি জানি করে আমি জানিনে
কিছু বুঝিনে হায়—রাত কেন তন্দ্রা হারা
ছল ছল আঁখি ধারা কেন বহে যায়
গোপনে নয়ন কোণে মুকুতা গড়ায় গো
কেন বহে যায়—

॥ ২ ॥

বন্ধু তোমার আসার আশাতে
বসে আছি সাঁঝ রাতে
রাত হ'ল শেষ প্রভাতে
তবু আমার দেখা হ'লনা, হ'লনা—
বন্ধু মাঝ দরিয়ায় দাঁড় টানি
একূল ওকূল না জানি
হালে আমি পাই না পানি
তবু তোমার দয়া হ'ল না, হ'লনা—
তাইরে নাইরে তাইরে নাই (৩)
তুমি ডুব দিয়েছ অতলে
আমার জীবন করে বিফলে
এখন ভেসে বেড়াই দেশে দেশে ভাসি নয়ন জলে
ছিল যে আকাশেরই চাঁদ
দেখিসে মরণেরই ফাঁদ
আমার সুখে সাধলো বাঁদ বন্ধু
তবু আমার মরণ হ'লনা, হ'লনা—
তাইরে নাইরে তাইরে নাই (৩)
আমি টানি দাঁড় এপারে
পাল তুলে দিই ওপারে
এখন এপার ওপার ওপার এপার হ'ল একাকার
বুঝি শুনি বাঁশি কার
জানি যাওয়া হবে সার
ভাবি যাবো কাছে তার বন্ধু
তবু আমার যাওয়া হ'লনা, হ'লনা—

Ekhonee

(ENGLISH SYNOPSIS)

Tapan Sinha's EKHONEE is the story of a small group of friends, who inspite of radical differences in their family backgrounds are very intimate and close to one another. The film deals with them in two distinct stages, the one during college and the other after graduation.

During their college days, the friends are solely concerned with enjoying life to the hilt. The future at all times appear roseate and their outlook in respect of everything is superlatively optimistic. In due course they pass out of college and are immediately brought face-to-face with the trials and tribulations of modern day life in the city of Calcutta. The optimisim in their minds slowly wears thin. They are confronted time and again with rejection and disappointment, till they arrive at a stage where they find themselves almost totally frustrated. To each are awarded his or her own peculiar problems which are individually so overwhelming, that they find their goals moving gradually out of their reaches.

Even their search for extraneous help is fruitless, till their one-time mentor assists them in searching their own minds and sets them re-thinking.

মণি বর্মার কাহিনী অবলম্বনে

শুভায়ু পিকচার্সের নিবেদন

শেষ পর্ব

পাহাড়ী সান্যাল

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় • শৈলেন মুখোপাধ্যায় • অনুপকুমার

জহর রায় • রবি ঘোষ • উৎপল দত্ত • সমিত ভঞ্জ • ছায়া দেবী

শোভা সেন • অনুভা ঘোষ • সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • লিলি চক্রবর্তী

মিঠু মুখোপাধ্যায়

পরিবেশনা

কে. এল. কাপুর ডিষ্ট্রিবিউটর্স

পরবর্তী ছবি!

পরিচালনা

চিত্ত বসু

সংগীত

অনিল বাগচী

কে. এল. কাপুর ফিল্মস্-এর প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও কমার্সিয়াল প্রেস থেকে মুদ্রিত।